ইউনিট ১৪

মূলধন

Capital

ভূমিকা

উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মূলধন। আমরা কোন কিছু করতে চাইলে প্রথমেই আমাদের প্রয়োজন হবে টাকা। এককথায় আমাদের মূলধন প্রয়োজন হয়। মূলধন গঠন, মূলধনের যোগান, মূলধনের গতিশীলতা নির্ভর করে মানুষের পূর্বানুমান, সঞ্চয়ের অভ্যাস এবং দক্ষতার ওপর। কোন দেশের অর্থনীতি গতিশীল রাখতে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৪ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১৪.১: মূলধনের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ

পাঠ ১৪.২: মূলধন গঠন ও দক্ষতা

পাঠ ১৪.১ মূলধনের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ
Defination of Capital and its Classification

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- মূলধনের সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- মূলধনের বৈশিষ্ট্য সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- মূলধনের শ্রেনী বিন্যাস করতে পারবেন।

মূলপাঠ

মূলধন (Capital)

অর্থনীতিতে মূলধন বলতে মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত সম্পদের সেই অংশকেই বোঝায় যা পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়। মি বয়ার্কের মতে , " মূলধন হল উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান।" অধ্যাপক জে এফ.সিল বলেন," মুলধন হল ভবিষ্যৎ সম্পদ উৎপাদনের জন্য অতীত শ্রমের সংগৃহীত উপাদন" । আধুনিক কালে মূলধনের আওতা ও পরিধি ব্যাপক হয়েছে। উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মানুষের বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী আয়ের ঐ অংশ মূলধন বলে বিবেচিত হয় যা অধিক উৎপাদনের জন্য পুনরায় উৎপাদন কাজে নিযুক্ত হয়।

মূলধনের বৈশিষ্ট্য (Features of Capital)

১) **উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান:** মানুষের শ্রম ও সম্পদের যুক্ত প্রচেষ্টায় মূলধনের সৃষ্টি যা মানুষ অধিক উৎপাদন কাজে নিয়োগ করে।

২) **মূলধন উৎপাদনশীল:** মূলধনের সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধি করা য়ায়। মূলধন ছাড়া অধিক উৎপাদন অসম্ভব। অধিক উৎপাদনের জন্য অধিক মূলধনের প্রয়োজন হয়। মূলধন নিয়োগের উপর কোন দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর করে।

৩) **নিষ্ক্রিয় উপাদান:** উৎপাদন ক্ষেত্রে মূলধন নিষ্ক্রিয় উপাদন হিসেবে স্বীকৃত। শ্রমিকের সাহায্য ছাড়া মূলধন কোন কিছু উৎপাদন করতে পারে না । যেমন- যন্ত্রপাতি নিজে কিছু করতে পারে না। যদি এর সাথে শ্রমিক যুক্ত হয় তবেই উৎপাদন সম্ভব।

৪) **গতিশীল:** উৎপাদনের উপাদানগুলোর মধ্যে মূলধন সবচেয়ে গতিশীল। কারণ মূলধন বিভিন্ন খাতে ব্যবহারযোগ্য এবং তা দেশের অভ্যন্তরে কিংবা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহজে হস্তান্তরযোগ্য।

৫) **মূলধন সমজাতীয় নয়:** সব মূলধন সমগুনসম্পন্ন নয়। মূলধন হল স্বতন্ত্র ক্রিয়াসম্পন্ন বিবিধ বস্তুর একটি জটিল সমষ্টি। এর প্রতিটি এককের উৎপাদনশীলতা তথা গুনগত মানের পার্থক্য রয়েছে।

৬) **মূলধন অস্থায়ী:** মূলধন ক্ষণস্থায়ী উপাদান। সময়ের সাথে সাথে মূলধনের পরিমাণে পরির্বতন আসতে পারে। সময়ের ব্যবধানে বিনিয়োগ বৃদ্ধি বা হ্রাস পেলে মূলধনের পরিমাণ পরিবর্তন হয়।

৭) **মূলধনের উৎপাদন ধরন:** মূলধন প্রাকৃতিক সম্পদ নয়। মানুষ তার শ্রমের দ্বারা প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে মূলধন সৃষ্টি করে বলে তার জন্য খরচ করতে হয়। তাই মূলধনের উৎপাদন খরচ আছে।

৮) **সঞ্চয় থেকে মূলধনের সৃষ্টি:** সঞ্চয় মূলত করা হয় মূলধন গঠনের জন্য। মূলধন গঠন করতে হলে বর্তমানে আয়ের একটা অংশ ভোগের কাজে না লাগিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে হয়। অর্থাৎ সঞ্চয় যখন বিনিয়োগ করা হয় তখন মূলধন গঠিত হয়।

৯) **মূলধন ভবিষ্যৎ আয়ের উৎস:** মূলধন উৎপাদন কাজে নিয়োজিত হয়ে দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন বাড়ায়। ফলে আয় বৃদ্ধি পায়। তাই মূলধন ভবিষ্যৎ আয়ের উৎস।

১০) **অতীত উৎপাদনের ফসল:** মূলধন অতীত উৎপাদনের ফসল কেননা অতীত উৎপাদন যদি অধিকতর উৎপাদনের জন্য পুনরায় বিনিয়োগ করা হয় তখন তা মূলধন হিসেবে বিবেচিত হয়।

মূলধনের শ্রেনীবিভাগ (Classification of Capital)

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মূলধন কে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। নিম্নে এসব শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করা হল -

স্থায়িত্বের ভিত্তিতে :

১) স্থায়ী মূলধন : যে সব মূলধন দীর্ঘদিন ধরে টিকে থাকে এবং বার বার ব্যবহারের পরেও যার কোন পরিবর্তন হয় না তাকে স্থায়ী মূলধন বলে। যেমন- যন্ত্রপাতি, দালানকোঠা ইত্যাদি। স্থায়ী মূলধন একবার ব্যবহারে নিশেষ হয়ে যায় না। তবে স্থায়ী মূলধনের অবচয় (depreciation) ঘটে।

২) চলতি মূলধন : যে সব মূলধন মাত্র একবার উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা হয় তাকে চলতি মুলধন বলে।যেমন- পাট, কাঠ,তুলা, কয়লা ইত্যাদি চলতি মূলধনের অন্তর্গত। কেননা এগুলো একবার ব্যবহারের পর তার কোন অস্তিত্ব থাকে না। নিচে ছকের মাধ্যমে স্থায়ী মূলধন ও চলতি মূলধনের পার্থক্য দেখানো হলো–

ছক ১৪.১.১: স্থায়ী মূলধন ও চলতি মূলধনের পার্থক্য

স্থায়ী মূলধন	চলতি মূলধন
১) স্থায়ী সম্পত্তির সাহায্যে স্থায়ী মূলধন প্রকাশ করা হয়।	১) চলতি সম্পত্তির সাহায্যে চলতি মূলধন প্রকাশ করা হয়।
২) ব্যবহারের শুরু লগ্ন থেকে স্থায়ী মূলধনের প্রয়োজন হয়।	২) গঠনের পর ব্যবহারিক কার্যক্রম চালু করতে চলতি মূলধন এর প্রয়োজন হয়।
৩) স্থায়ী মূলধন নগদ আকারে রাখা যায় না।	৩) চলতি মূলধন নগদ আকারেও থাকে।
৪) স্থায়ী মূলধন সহজে পরিবর্তন যোগ্য নয়। এটি অনমনীয়।	৪) চলতি মূলধন সহজে পরিবর্তনযোগ্য। এটি সাধারণত নমনীয়।
৫) দীর্ঘ মেয়াদী উৎস থেকে স্থায়ী মূলধন সংগ্রহ করা হয়	৫) স্বল্পমেয়াদী উৎস থেকে চলতি মূলধন সংগ্রহ করা হয়।
৬) প্রতিষ্ঠানের আয় বৃদ্ধির সাথে স্থায়ী মূলধন বৃদ্ধি করতে হয়।	৬) প্রাতিষ্ঠানিক আয় বৃদ্ধির জন্য চলতি মূলধণ বৃদ্ধির প্রয়োজন হয় না।
৭) ব্যবসায়ে দীর্ঘ সময় ধরে এ স্থায়ী মূলধনের অবস্থান লক্ষ্য করা য়ায়।	৭) ব্যবসায়ে সর্বোচ্চ ১ বছর পর্যন্ত চলতি মূলধনের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়।

মালিকানা ভিত্তিতে

- জাতীয় মূলধন ঃ যে মূলধন রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে তাকে জাতীয় মূলধন বলে। যেমন- ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠান, রেলওয়ে, বিমান ইত্যাদি জাতীয় মূলধনের অন্তর্গত।
- ব্যক্তিগত মূলধন: যে মূলধন কোন ব্যক্তি বিশেষের মালিকানার থাকে তবে তাকে ব্যক্তিগত মূলধন বলে। যেমন- বাড়িঘর, শেয়ার ইত্যাদি ব্যক্তিগত মূলধনের অর্ন্তগত।

ব্যবহারের ভিত্তিতে

- নিমজ্জমান মূলধন : যে মূলধন একটি বিশেষ ধরনের উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা হয়, তাকে নিমজ্জমান মূলধন বলা হয়। যেমন- রেলইঞ্জিন, লোহা গালার চুল্লি ইত্যাদি মূলধনের অন্তর্গত।
- ভাসমান মূলধন: যে মূলধন বিভিন্ন উৎপাদন কাজে একটি শিল্প থেকে অন্য শিল্পে স্থানান্তর করা যায় তাকে ভাসমান মূলধন বলা হয়। যেমন- কয়লা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি ভাসমান মূলধনের অন্তর্গত।

ভোগের ভিত্তিতে

ভোগের ভিত্তিতে মূলধনকে দু ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ১) ভোগ্য মূলধন ২) উৎপাদক মূলধন

ভোগ্য মূলধন : যে মূলধন উৎপাদন চলাকালে উৎপাদন কাজে নিয়োজিত শ্রমিকের ভরনপোষন ও জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যবহার করা হয়, তাকে ভোগ্য মূলধন বলা হয়। যেমন- শ্রমিকের খাদ্য, বস্ত্র বাসস্থান ইত্যাদি ভোগ মূলধনের অন্তর্গত।

উৎপাদক মূলধন : যে সব মূলধন উৎপাদনে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে তাকে উৎপাদক মূলধন বলে। যেমন-যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, কল কারখানা ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ

মূলধন বলতে কি বোঝায়? মূলধনের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

- মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর যে অংশ সরাসরি ভোগে নিয়োজিত না হয়ে উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে মূলধন বলে।
- মূলধনকে স্থায়িত্ব, মালিকানা, ব্যবহার ও ভোগের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.১

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান কোনটি ?

(ক) মূলধন (খ) শ্রম (গ) সংগঠন (ঘ) ভূমি

২। দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি কোন ধরনের মূলধন ?

(ক) স্থায়ী (খ) চলতি (গ) জাতীয় (ঘ) কোনটি নয়

৩। দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা পাওয়া যায় যে মূলধন থেকে তা হলো

(ক) স্থায়ী মূলধন (খ) চলতি (গ) অস্থায়ী (ঘ) সরকারি

৪। মূলধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কারণ

i. মূলধন ভবিষ্যৎ আয়ের উৎস

ii. সময়ের সাশ্রয় করে

iii. মূলধন উৎপাদনশীল

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫। রংপুর ও কুড়িগ্রামে প্রচুর পাট উৎপাদন হয়। পাটের বীজ কোন ধরনের মূলধন?

(ক) চলতি (খ) স্থায়ী (গ) আবদ্ধ (ঘ) সম্পত্তিগত

পাঠ ১৪.২ মূলধন গঠন ও দক্ষতা
Formation and Efficiency of Capital

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- মূলধন গঠন কি কি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল তা বলতে পারবেন;
- বাংলাদেশে মূলধন গঠনের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন;
- মূলধনের দক্ষতা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

মূলধন গঠন (Capital Formation)

সাধারণভাবে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মূলধনের বৃদ্ধি ঘটানো হয় তাকে মূলধন গঠন বলে। অন্যভাবে বলা যায়, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মুদ্রার সঞ্চয়, সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ ও এর বিনিয়োগ ঘটে তাকে অর্থনীতিতে মূলধন গঠন বলে।

অধ্যাপক বেনহামের মতে,"কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি সমাজ তার মূলধনের যে পরিমান বৃদ্ধি সাধন করে তাকে উক্ত সময়ের মূলধন গঠন বলা হয়।"

ধরি, বাংলাদেশে ২০০৫ সালে মূলধনের পরিমাণ ছিল ১০০ কোটি টাকা এবং ২০০৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৫০ কোটি টাকা। এখানে বাৎসরিক মূলধন গঠনের পরিমান (১৫০-১০০) ৫০ কোটি টাকা এবং মূলধন গঠনের হার ৫০%।

মূলধন গঠনের উপায় (Way to Formation of Capital)

মূলধন গঠন মুলত সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উপর নির্ভর করে। মূলধন গঠনের প্রক্রিয়াটি তিনটি স্তরে বিভক্ত। যথা :

১) সঞ্চয়ের সার্মথ্য
২) সঞ্চয়ের ইচ্ছা
৩) বিনিয়োগের সুবিধা

১)সঞ্চয়ের সামর্থ্য ঃ মানুষের সঞ্চয়ের পরিমাণ তার সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। সঞ্চয়ের সামর্থ্য আবার আয় ও ব্যয়ের ব্যবধানের ওপর নির্ভর করে। আয় ও ব্যয় সমান হলে সঞ্চয় হবে শূন্য। ব্যয় থেকে আয় বেশি হলে সঞ্চয়ের সামর্থ্য তথা সঞ্চয় হবে এবং এর একটি অংশ মূলধনে পরিণত হবে। যাদের আয় যত বেশি তাদের সঞ্চয়ের সামর্থ্যও তত বেশি। অনুন্নত দেশের আয়ের পরিমাণ, মূল্যস্তর, পরিবারের আয়তন, রুচি, অভ্যাস, কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি সঞ্চয়ের সামর্থ্য নির্ধারণ করে।

২) সঞ্চয়ের ইচ্ছা: ইচ্ছার উপর সঞ্চয় নির্ভর করে। এমন অনেক লোক আছে যাদের প্রচুর আয় থাকা সত্বেও কোন সঞ্চয় নেই। বস্তুত সঞ্চয়ের পরিমাণ বহুলাংশে সঞ্চয়ের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। সঞ্চয়ের ইচ্ছা আবার নিম্নের কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। যেমন-

১. দূরদৃষ্টি : ব্যক্তি যদি দূরদর্শী হয় অর্থাৎ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বর্তমান আয় থেকে কিছু কিছু সঞ্চয় করে।
২. প্রতিপত্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা : অনেক ব্যক্তি সমাজে সম্পদশালী, প্রভাব প্রতিপত্তি ও আধিপত্য বিস্তার করার জন্য আয়ের সম্পূর্ন ভোগ ব্যয় না করে সঞ্চয় করে, এ সঞ্চয় মূলধনে পরিণত হয়।

৩. অধিক সুদের হার : সমাজে সুদের হার যখন বেশি হয়, তখন জনগন বর্তমান ভোগ থেকে বিরত থেকে সঞ্চয়ে আগ্রহী হয়। এতে মূলধন গঠিত হয়।
৪. নিরাপত্তা : সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা ও জানমালের নিরাপত্তা ও সঞ্চিত সম্পদের নিরাপত্তা থাকলে মানুষ সঞ্চয়ে আগ্রহী হয়।
৫. কৃপনতা : সমাজে অনেক ব্যক্তি আছে যারা খরচ করতে কৃপনতা করেন। তারা দৈনন্দিন খরচ বাঁচিয়ে সঞ্চয় করেন।
৬. বিনিয়োগের সুবিধা : যে সমাজে বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ রয়েছে, অর্থাৎ বিনিয়োগ লাভজনক, সে সমাজের মানুষ সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ হয়।
৭. কর ব্যবস্থা : কর ব্যবস্থা যদি এমন হয়, সে সঞ্চিত অর্থের উপর কোন কর দিতে হবে না, তখন মানুষ বেশি করে সঞ্চয় করতে উদ্বুদ্ধ হয়। অর্থাৎ সরকারের করব্যবস্থা ও নীতি জনসাধারনের সঞ্চয় অভ্যাসকে প্রভাবিত করে।
৮. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা : ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পদ আহরণকে উৎসাহিত করা হয়। তাই ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সঞ্চয় ও মূলধন দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

৩) বিনিয়োগের সুবিধা: মূলধন গঠন অনেকাংশে বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধার উপর নির্ভর করে। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা বিরাজ করে। হরতাল, ধর্মঘট, সন্ত্রাস ইত্যাদির কারণে জনগনের মধ্যে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার অভাব দেখা যায়। দেশে বা সমাজে বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ বিদ্যমান থাকলে একদিকে উদ্যোক্তাগণের লাভ হবে, অন্যদিকে বিনিয়োগের পরিবেশ অনুকূল হলে সাধারণ জনগনের মধ্য থেকে অনেকে উৎসাহিত হয়ে ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। এর জন্য মূলধন গঠনের প্রচেষ্টা চালাবেন।

বাংলাদেশে মূলধন গঠনের সমস্যা (Problems of Capital Formation in Bangladesh)

১) **স্বল্প আয়:** বাংলাদেশ একটি স্বল্পোন্নত দেশ বিধায় জনগনের মাথা পিছু আয়ও কম। মুদ্রাস্ফীতির হার বেশি হওয়ায় দ্রব্য সামগ্রীর দাম বেশী। তাই বাংলাদেশে জনগনের ভোগ ব্যয় নির্ধারণের পর সঞ্চয়ের পরিমাণ তেমন থাকে না।
২) **সঞ্চয় প্রবণতা কম:** যেহেতু আমাদের দেশে মানুষের আয় স্বল্প, ভোগ প্রবনতা অধিক, তাই সঞ্চয় প্রবনতা কম। সঞ্চয় প্রবণতা কম হওয়ায় মুলধন গঠনের হারও কম।
৩) **সঞ্চয় সংগ্রহে ঝামেলা:** আমাদের দেশে গ্রামগঞ্জে এখনো প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে ব্যাংকিং কাঠামো সম্প্রসারিত হয়নি। তাই দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করে বিনিয়োগের তহবিল সৃষ্টি করা কঠিন।
৪) **কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা:** আমাদের দেশের উদ্যোক্তা শ্রেণী ও মানব সম্পদ, কোনটি কাঙ্ক্ষিত মানের নয়। তারা আধুনিক প্রযুক্তিকে গ্রহণ করতে পারে না বিধায় স্বল্প আয়, স্বল্প উৎপাদনের চক্র থেকে বের হতে পারে না।
৫) **সুদের উচ্চ হার:** আমাদের দেশের ব্যাংকগুলোতে সুদের হার বেশী হওয়ায় উদ্যোক্তারা ঋণ গ্রহণে কম আগ্রহী হয়। ফলে উৎপাদন থেকে আয় স্বল্প হয় এবং মুলধন গঠন কমে য়ায়।
৬) **উচ্চকর হার:** করের হার উচ্চ বিধায় আমাদের দেশের অধিকাংশ জনগন কর প্রদানে আগ্রহী হয় না। এছাড়া আইনগত দুর্বলতার কারণে কর ফাঁকির প্রবণতাও অধিক। ফলে মূলধন গঠন ব্যাহত হয়।
৭) **বিনিয়োগের বিরূপ পরিবেশ:** আর্থসামাজিক অবকাঠামোর দিক থেকে আমাদের দেশ এখনো অনেক পিছিয়ে আছে। মানসম্মত কাঁচামালের অভাব, দুর্বল যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা প্রভৃতি কারণে কাঙ্ক্ষিত বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ অনুপস্থিত।
৮) **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা:** আমাদের দেশে হরতাল, অবরোধ, ধর্মঘট, সন্ত্রাস ইত্যাদির কারণে জনগনের মধ্যে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার অভাব দেখা যায়। জনগনের জানমালের নিরাপত্তার অভাবে সঞ্চয়ের ইচ্ছা হ্রাস পায়।

বাংলাদেশে মূলধন গঠন বৃদ্ধির উপায় (Way to Increase Capital Formation in Bangladesh)

বাংলাদেশের মত স্বল্প আয়ের উন্নয়নশীল দেশে মূলধন গঠনের ক্ষেত্রে যে সকল অসুবিধা থাকে, বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই তার অনেকখানি কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার বাড়ার কারণে মূলধন গঠনের হার ও বেড়েছে।

বাংলাদেশে মূলধন গঠন বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে:

১) উন্নয়ন কর্মকান্ডে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য দেশজ সম্পদকে ভালভাবে কাজে লাগাতে হবে। এ জন্য সরকার করের পরিধি বৃদ্ধির মাধ্যমে রাজস্ব উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করে তা উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারে।
২) উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সফল বাস্তবায়নের জন্য বিনিয়োগ উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রয়োজন।
৩) দক্ষ উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করার জন্য নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।এ জন্য বিনিয়োগ অনুকূল আর্থিক নীতি, রাজস্ব নীতি ,কর নীতি, শিল্প নীতি,বাণিজ্য নীতি প্রনয়ন করা প্রয়োজন।
৪) অর্থনৈতিক অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে প্রকৃত মূলধন বৃদ্ধি করা যায়। অর্থাৎ রাস্তাঘাট, পুল, সেতু ইত্যাদি নির্মাণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্তিশালী করা হলে মূলধন সামগ্রীর যোগান বৃদ্ধি পায়।
৫) আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সংস্থা ও চুক্তির ভিত্তিতে অন্যান্য দেশ থেকে পাওয়া ঋণ ও সাহায্য বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করে মূলধন গঠন বৃদ্ধি করা যায় ।
৬) তাছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সুদের হার যদি কমানো যায় তাহলে মূলধন গঠন আরো বৃদ্ধি পাবে।

মূলধনের গতিশীলতা (Mobility of Capital)

মূলধনের গতিশীলতা বলতে মূলত মূলধনের স্থানান্তরকে বোঝায়। মূলধন এক কারবার হতে অন্য কারবারে, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তর হতে পারে। মুলধনে এ ধরণের স্থানান্তরকে মুলধনের গতিশীলতা বলে। মূলধনের গতিশীলতাকে মোটামোটি তিন ভাগে ভাগ করা য়ায়। যথা:

১) ভৌগলিক গতিশীলতা: এটি দুই প্রকার।
ক) অভ্যন্তরীণ খ) আর্ন্তজাতিক।

ক. অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা : দেশের ভিতরে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অতিরিক্ত মুনাফার আশায় মূলধন স্থানান্তর করলে তাকে মূলধনের অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা বলে। যেমনঃ ঢাকা থেকে মূলধন রাজশাহীতে স্থানান্তরের মাধ্যমে বিনিয়োগ করলে তাকে মূলধনের অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা বলা হবে।

খ. আর্ন্তজাতিক গতিশীলতা: এক দেশ থেকে অন্য দেশে অতিরিক্ত মুনাফার আশায় মুলধন স্থানান্তর করলে তাকে মুলধনের আর্ন্তজাতিক গতিশীলতা বলে। যেমনঃ বাংলাদেশ থেকে মূলধন দুবাই স্থানান্তরের মাধ্যমে বিনিয়োগ করলে এটি আন্তর্জাতিক গতিশীলতা হবে।

২) কারবারগত গতিশীলতা : এক ব্যবসায় থেকে অন্য ব্যবসায়, এক শিল্প থেকে অন্য শিল্পে মুলধন স্থানান্তর হলে তাকে কারবারগত গতিশীলতা বলে। যেমনঃ কৃষিবিদ গ্রুপ যদি তাদের মূলধন কৃষিবিদ বিল্ডারস্ এ স্থানান্তর করে তবে তা কারবারগত গতিশীলতা হবে।

৩) স্তরগত গতিশীলতা : চলতি মূলধন যদি স্থায়ী মূলধন ব্যয়ে ব্যবহার করা হয় তখন চলতি মূলধন স্থায়ী মূলধনে রূপান্তরিত হয়। এভাবে এক প্রকার মূলধন থেকে অন্য প্রকার মূলধনের রূপান্তরকে মূলধনের স্তরগত গতিশীলতা বলে। যেমনঃ একটি যন্ত্রপাতি কেনা হল ১০০০০০ টাকায়। এটি একটি স্থায়ী মূলধন। এরপর চলতি মূলধন ২০০০০ টাকা দিয়ে যন্ত্রপাতি মেরামত করা হল। এখন যন্ত্রপাতির মোট মুল্য দাঁড়াল ১২০০০০ টাকা। অর্থাৎ চলতি মূলধনের ২০০০০ টাকা স্থায়ী মুলধনে রূপান্তরিত হল।

মূলধনের গতিশীলতার প্রভাব :

(১) মূলধনের গতিশীলতার ফলে সংশ্লিষ্ট দেশের আয় সহজেই বৃদ্ধি পায়।
(২) দেশের অভ্যন্তরে বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে বিদেশেও দেশি বিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি পায়।
(৩) এর মাধ্যমে মুদ্রার বিনিময় হারের ব্যাপক পরিবর্তন হতে পারে।

(৪) এর মাধ্যমে আঞ্চলিক ধন-বৈষম্য দূর হয়।

মূলধনের দক্ষতা (Efficiency of Capital)

মূল্ধনের দক্ষতা বলতে মূলত মূলধনের উৎপাদন দক্ষতাকে বোঝায়। একটি উৎপাদন প্রক্রিয়া বা ব্যবসায়িক প্রক্রিয়াতে নিয়োজিত মূলধন ব্যয়ের হারের সাথে উৎপাদিত পণ্যের অনুপাতকে মূলধনের দক্ষতা বলে।
গাণিতিকভাবে-

$$\text{মূলধনের দক্ষতা} = \frac{\text{পণ্যের গড় ব্যয়}}{\text{মূলধন ব্যয়ের}} \{\text{একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য}\}$$

এর মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা মুনাফা রেখা তৈরি করে সেখান থেকে পরবর্তী উৎপাদন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কেননা, অনুপাতটি থেকে দেখা যাচ্ছে যে মূলধন ব্যয়ের হার কমে গেলে মূলধনের দক্ষতা বেড়ে গিয়ে লাভের সুযোগ বেড়ে যায়। তাছাড়া মূলধনের দক্ষতার পর্যায়ক্রমিক হিসাব নিকাশ দেখে বিনিয়োগকারীরা সহজেই নির্ধারণ করতে পারেন যে ব্যবসার অবস্থা কোন দিকে যাচ্ছে। মূলধনের দক্ষতা ব্যবহার করে উৎপাদন কর্মকর্তাগণ গতিবিধি সম্পর্কে সতর্ক থেকে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

মূলধনের দক্ষতার নির্ধারকসমূহ (Determinants of Efficiency of Capital)

১) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের বাজারে থেকে তার উৎপাদন চালাচ্ছে, তার দ্বারা ঐ প্রতিষ্ঠানের মূলধনের দক্ষতা প্রভাবিত হয়। কেননা একেক ধরনের বাজারে একেক ধরনের উৎপাদন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানটির প্রকৃতি (বড় না ছোট,কি উৎপাদন করে, পুঁজি নিবিড় না শ্রম নিবিড় উৎপাদন) দ্বারা ও মূলধনের দক্ষতা নির্ধারিত হয়।
৩) দীর্ঘমেয়াদী ভারসাম্য অবস্থা থেকে ফার্মের বিচ্যুতি মূলধনের দক্ষতাকে প্রভাবিত করে। এটি ফার্মের পণ্যের চাহিদার পরিবর্তন বা প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের জন্য হতে পারে।
৪) ফার্মের উৎপাদনের ব্যবস্থাপনায় পাবলিক হস্তক্ষেপ দ্বারা অনেক সময় মূলধনের দক্ষতার পরিমাণ নির্ধারিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ

মূলধন গঠনের নির্ধারকসমূহের আলোকে বাংলাদেশে মূলধন গঠনে সমস্যা কোথায় তা চিহ্নিত করুন এবং তার সমাধানের উপায় বের করুন।

সারসংক্ষেপ

- মূলধন গঠন ৩টি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যথাঃ
১) সঞ্চয়ের সামর্থ্য ২) সঞ্চয়ের ইচ্ছা ৩) বিনিয়াগের সুবিধা
- মূলধনের গতিশীলতা বলতে মূলত: মূলধনের স্থানান্তরকে বোঝায়। মূলধন এক কারবার হতে অন্য কারবারে , এক স্থান থেকে অন্যস্থানে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তর হতে পারে। মূলধনে এ ধরনের স্থানান্তরকে মূলধনের গতিশীলতা বলে।
- মুলধনের উৎপাদন দক্ষতাকে মূলধনের দক্ষতা বলে। যে মূলধন পণ্যের উৎপাদন ক্ষমতা সর্বাধিক, উৎপাদনকারী সেই মূলধন পণ্য ব্যবহারে তত আগ্রহী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.২

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। মূলধনের স্থানান্তরকে কী বলে?

(ক) মূলধনের যোগান (খ) মূলধনের গতিশীলতা (গ) মূলধনের গঠন (ঘ) মূলধন দক্ষতা

২। মূলধন গঠন যে যে বিষয়ের উপর নির্ভর করে-

i. সঞ্চয়ের সামর্থ্য

ii. সঞ্চয়ের ইচ্ছা

iii. বিনিয়োগের সুবিধা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। মূলধনের গতিশীলতা হলো–

i. মূলধন গাজীপুর থেকে সিলেট স্থানান্তর

ii. ঘড়ি শিল্প থেকে অলংকার শিল্পে স্থানান্তর

iii. মূলধন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জনাব আমজাদ হোসেন চাকরি করছেন। প্রতি মাসের বেতন থেকে জমানো অর্থ দিয়ে তিনি একটি আসবাবপত্রের কারখানা করেছেন। কিন্তু এটি পরিচালনা করতে যে অর্থের প্রয়োজন তা তাঁর নেই। এজন্য তিনি ব্যাংক থেকে ১০০০০০ টাকা ঋণ নিয়েছেন।

(ক) স্থায়ী মূলধন কাকে বলে?

(খ) মূলধনের গতিশীলতা বলতে কি বোঝায়?

(গ) জনাব আমজাদ হোসেনের কোন ধরনের মূলধনের অভাব ছিল, ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) জরিনা কিভাবে মূলধন বৃদ্ধি করে উৎপাদন ও মুনাফা বাড়াতে পারেন, বিশ্লেষণ করুন।

২। জরিনা বেগম ১০০০০০ টাকা সমিতিতে সঞ্চয় করে। সুদের হার বাড়ার কারণে সে সহ সদস্যবৃন্দ অধিক সঞ্চয়ে উৎসাহিত হয়। ফলে সমিতির তহবিল গঠনের পাশাপাশি ঋণদান ক্ষমতা ও বেড়ে যায়।

(ক) মূলধন কি?

(খ) সঞ্চয়ের সাথে সুদের সম্পর্ক কি?

(গ) সমিতির মূলধন গঠন কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। ব্যাখা করুন।

(ঘ) চলতি মূলধন ও স্থায়ী মূলধনের পার্থক্য লিখুন।

উত্তরমালা

পাঠ ১৪.১: ১। ক ২। ক ৩। ক ৪। খ ৫। ক

পাঠ ১৪.২: ১। খ ২। ঘ ৩। ক